দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 3 1 MAR 2009
পৃষ্ঠা

মন্তব্য প্রতিবেদন

মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জঙ্গিবাদের উত্থানের কোনো সম্পর্ক নেই

রূহুল আমীন খান

ইসলাম শান্তির ধর্ম, প্রগতির ধর্ম। মহানবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (স.) শান্তির দূত, কল্যাণের দূত, মুক্তির দূত– রহমাতুল্লিল আলামীন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে, সমাজে, দেশে দেশে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, সহ-অবস্থান নীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব কায়েম ইসলামের অন্যম লক্ষ্য। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ ১৩টি বছর প্রিয় নবী (স.) এক চরম বৈরী পরিবেশে কাটিয়েছেন। তিনি ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত হয়েছেন তবু আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত করেননি। আদর্শে অবিচল থেকে ইসলামের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য প্রচার করে গেছেন। মদীনায়ে তাইয়্যেবায় হিজরত করে যাওয়ার পরে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন দুনিয়ার প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র 'মদীনা' সনদ। এ সনদে প্রত্যেক ধর্মীয় জাতি, গোষ্ঠী ও গোত্রকে দেওয়া হয়েছে স্বাধীনভাবে বসবাস ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সকল অধিকার ভোগ করার সুযোগ। ইসলাম ও তার স্বকীয় মহিমায়, সৌন্দর্যে ও কল্যাণকামিতার বদৌলতেই বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। উদারতা, পৃঃ ১৫ কঃ ২

মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জঙ্গিবাদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মহানুভবতা, মানবতার শিক্ষাই ইসলামের শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষা মূলত কুরআন-হাদীসভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা। আদর্শ মানুষ, চরিত্রবান মানুষ, দেশপ্রেমিক সুনাগরিক গড়ে তোলা এ শিক্ষার লক্ষ্য। তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, মাদরাসা শিক্ষার সাথে, উগ্রবাদের, চরমপন্থার, জঙ্গিবাদের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।

অতি উৎসাহী কেউ কেউ এ ব্যাপারে আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশের উদাহরণ টেনে আনতে পারেন। তবে সে সকল দেশের লড়াই, সংগ্রাম ও যুদ্ধের সাথে বাংলাদেশের তুলনা যে কোনক্রমেই চলে না, তা একটু চিন্তা করলে তাদের নিজেদেরও না বুঝার কথা নয়। সেসব লড়াই-সংগ্রামের ব্যাকগ্রাউন্ড, কারণ, সেসব মানব-জাতি গোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রেক্ষাপট, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাকে এক ভাবার কোন কারণ নেই। নেই বাংলাদেশের ও সেসব দেশের ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক অবস্থারও কোন ধরনের মিল। তাই তার সাথে এখানকার অবস্থার মিল খোঁজা অমূলক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নেই। আফগানিস্তানের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষরা একসময় সোভিয়েট দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। সেদিন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ইরান-ইরাকের যুদ্ধে মদদ যুগিয়েছিল খোদ আমেরিকাই। আরব জাহানের ওপর বরকন্দাজী করার জন্য আমেরিকা গংরাই ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ইসরাইলী ম্যারাকুদছে। কাজেই সেসব দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনা করা যায় না। আর ইরাক ও ফিলিস্তিনে যারা লড়ছে তারাতো কোন মাদরাসার ছাত্রও নয়। এমন কি আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পেছনে যাদের হাত রয়েছে বলে তারা প্রচার করছে তাদেরও নেই মাদরাসা শিক্ষার কোন ব্যাকগ্রাউন্ড।

তাদের অবস্থা আর বাংলাদেশের অবস্থা যে এক নয় তা আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। অনেক আফগান কবি লিখেছেন, লড়াই আমাদের নেশা, লড়াই আমাদের পেশা। শত্রু যখন সম্মুখে থাকে তখন আমরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আর কোনো শত্রু যখন সামনে থাকে না তখন আমরা নিজেরা পরস্পরে যুদ্ধ করি। শস্য শ্যামলা, সুজলা সুফলা, পলি মাটিতে গড়া, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-বিধৌত এই কোমল বাংলার নরম মানুষেরা ওদের অনুসরণ করতে যাবে কোন কারণে? এই বাংলায় কি ইসলাম বিপন্ন? এখানে মসজিদে নামাজ পড়তে কি কেউ বাধা দেয়? এখানে মুআজ্জিন পাঁচ বার আজান হাঁকতে কি কোন বাধার সম্মুখীন হন? এখানে সাড়ে তিন লাখের মত মসজিদ কি এখানকার গণমানুষের অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠেনি? এখানে দেড় লাখের মত বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা মক্তব কি একইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি? এখানে প্রতিদিন শহরে বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে কি শত শত ওয়াজ মাহফিল, মীলাদ মাহফিল, জিয়ারি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় না? এতো জেকের, এতো মীলাদ, এতো ধর্মীয় সভা আর কোন মুসলিম দেশে হয়? এখানে ইসলামী ইবাদত বন্দেগী করতে গিয়ে কে, কবে, কোথায় বাধাগ্রস্ত হয়েছেন? এখানকার সরকারের খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গর্ব করে বলেন, আমার পূর্ব পুরুষরা ছিলেন দরবেশ, তাঁরা ইসলাম প্রচার করার জন্য এ

করলে সব সাধুই কি চোর হয়ে যাবে? পুলিশের, র‍্যাবের, এমনকি সেনাবাহিনীর পরিচয় দিয়ে ছিনতাই, রাহাজানী, প্রতারণা, চাঁদাবাজী করলে সে জন্য গোটা বাহিনীকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাবে কি? কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেউ যদি দুর্নীতি করে, চুরি জোচ্চুরী করে সে জন্য কলেজ ইউনিভার্সিটিকে দায়ী করে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে বা ঐ সকল বাহিনী বিলুপ্ত করে দেয়ার মত আহাম্মকী প্রস্তাব কেউ দেবে কি? দিলেও তাকে কেউ স্বাভাবিক ও সুস্থ চিন্তার মানুষ বলবে কি?

মাদ্রাসা এ দেশে কোন গোপন আস্তানায় নয়। মাদ্রাসা এ দেশে কোন এনজিওর পয়সায় গড়ে ওঠেনি। প্রায় সকল মাদ্রাসাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের পয়সায়। চলছে জনগণের স্বতঃপ্রণোদিত চাঁদায় ও দানে। মাদ্রাসার ছাত্ররা লজিং থাকে আমজনতার ঘরে ঘরে। মাদরাসা ঘরটির সাথে, তার ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে এলাকার জনগণের রয়েছে গভীর যোগাযোগ। তারা প্রতিদিন তাদের আচার আচরণ দেখেন, শোনেন। তবুও মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষকের আলখেল্লা পরে যদি কেউ জঙ্গী তৎপরতার সাথে কারো প্ররোচনায় জড়িত হয়েই পড়ে তাদের প্রতি কোন আলেম-ওলামা, মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম-খতীব, পীর-মাশায়েখ, ওয়ায়েজ-মোবাল্লেগদের বা ইসলামী আন্দোলন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কোনো সহানুভূতি নেই। এটা নিকট অতীতে এবং বর্তমানে দেখা গেছে ও দেখা যাচ্ছে। সকলেই জানেন, প্রতিটি জুমআর ইমাম সাহেবগণ, খতীব সাহেবগণ, প্রতিটি খানকায় পীর সাহেবগণ, প্রতিটি মাহফিলে ওয়ায়েজীনে কেরামগণ, দেশব্যাপী মাসের পর মাস, অব্যাহতভাবে প্রচার চালিয়েছেন ও চালাচ্ছেন যে, সন্ত্রাসের সাথে জঙ্গীবাদের সাথে, বোমাবাজির সাথে ইসলামের, ইসলামী শিক্ষার, মাদ্রাসা শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। এসব ইসলামবিরোধী কাজ, এদ্বারা ইসলামের বা মুসলমানের কোন উপকার তো হচ্ছেই না বরং ক্ষতি হচ্ছে। এইসব পজেটিভ প্রচারণার দ্বারা জঙ্গীবাদ জনসমর্থন লাভে, বা জনগণের কোন প্রকার সহযোগিতা লাভে যে সক্ষম হয়নি এটাকি অস্বীকার করা যাবে? জঙ্গীদের ধরা পড়ার ব্যাপারে এসব প্রচারণা ও সমর্থন যে ব্যাপকভাবে, কাজে এসেছে, তাও কি যাবে অস্বীকার করা? তবু যতো দোষ নন্দ ঘোষ কেন? আসল মতলবটা কি? ইসলাম বিদ্বেষ? তাই যদি হয়ে থাকে তবে জেনে রাখবেন এইসব অপপ্রচার দ্বারা এ দেশের জনগণকে ইসলাম বিমুখ হয়ে যাবেন, বা মাদরাসা শিক্ষা মিটিয়ে দেবেন, সে গুড়ে বালি। এ দেশের প্রধানমন্ত্রীই মাদরাসা শিক্ষা বিলোপের বিপক্ষে। এ দেশের জনগণও তাই। তারাই ভোট দিয়ে পার্লামেন্ট গড়েন, সরকার বানান। সুতরাং সাধু সাবধান।

আমাদের কথা হলো, অতি প্রচারণা চালিয়ে আমাদের দেশকে সন্ত্রাসী দেশ, জঙ্গীবাদী দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে খ্যাত করায় কোন লাভ নেই। যেটুকু এ ধরনের তৎপরতা আছে, তা উচ্ছেদ করার জন্য আলেম-উলামা, পীর মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ সকলের সহযোগিতা নিন, জনমত গণ আন্দোলন গড়ে তুলুন। সেই সাথে এই অসন্তোষ, সন্ত্রাসের মৌলকারণও খুঁজে বের করুন, তা দূর করুন। যে ভাগাড়ে এর উৎস সেই আসল ভাগাড় চিহ্নিত করুন। এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের শান্তি বহাল থাকলে, উন্নয়নের পরিবেশ নিশ্চিত হলে, এ

দেশে এসেছিলেন। এ দেশের স্থপতি রেসকোর্স ময়দান থেকে ঘোড়দৌড়, জুয়া চিরদিনের জন্য উৎখাত করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানকার প্রধানমন্ত্রী কতবার হজ্জ-ওমরা ও মদীনায়ে তাইয়্যেবায় প্রিয় নবীর রওজা মোবারক জিয়ারত করেছেন তা রীতিমত হিসাব করে বলতে হবে। তবু এখানে কোন্ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বোমা মারতে হবে? মানুষ খুন করতে হবে? যুদ্ধ করতে হবে? না, না, এখানের উগ্রবাদের সাথে, সন্ত্রাসের সাথে বা এ ধরনের কোন কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামী শিক্ষার বা মাদরাসা শিক্ষার কোন যোগ নেই। যোগ থাকতে পারে না।

আর একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আমাদের দেশের মানুষ সূফী সাধকদের সাথে সম্পৃক্ত। এ দেশের মাদরাসাগুলোর প্রায় সবগুলোই কায়েম করেছেন কোন না কোন পীর মোর্শেদ, না হয় তাঁদের অনুগামী, অনুসারী, ভক্ত মুরীদান। কোনো ক্ষাত্র শক্তির হাত ধরে বাংলার জমিনে ইসলাম প্রবেশ করেনি। করেছে যাদের দ্বারা তাদের সবাই চেনেন। ওইতো সেদিনও নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করার আগে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সাবেক প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সিলেটে ছুটে গিয়েছেন। হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনী মুজাররদী (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেছেন। দোয়া ও মুনাজাত করে নির্বাচনী তৎপরতার সূচনা করেছেন। এ জমিন সে জমিন। 'এই জমিনে ঘুমিয়ে আছেন আউলিয়া দরবেশ। হাজার ওলীর চরণ ধুলায় ধন্য বাংলাদেশ'। এই জমিনে যাদের মাধ্যমে ইসলাম আবাদ হয়েছে, আজও ইসলাম শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত রয়েছে তারা আউলিয়া-দরবেশ ও তাদের উত্তরসূরী, নিশানবরদার। তারাই প্রতিষ্ঠা করেছেন মাদ্রাসা, খানকাহ, তালীমী জলসা, ওয়াজ মাহফিল। ছারছীনা, ফুরফুরা, জৈনপুর, বাহাদুরপুর, ফুলতলী ইত্যাদি নামের সাথে হয়েছে বহুসংখ্যক মাদরাসার নামকরণ। তাই মাদরাসাই জঙ্গিবাদের উৎস, মাদরাসার ছাত্ররাই সন্ত্রাসী, চরমপন্থী, জঙ্গী– এ কথা যারা চোখ বুজে নামতার মত মুখস্থ বলেন তারা হয়তো অজ্ঞ, না হয় জ্ঞানপাপী। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে বহুদিন ধরেই সন্ত্রাসী তৎপরতা চলেছে। তারা মাদ্রাসার ছাত্র নয়, হয়তো বা স্কুল কলেজের ছাত্র– তাই বলে কি স্কুল কলেজ কে কি কোন দিন জঙ্গী তৈরির আস্তানা বলে আখ্যায়িত করেছেন কোনো আলেম? দেশে এ যাবৎকাল অনেক সন্ত্রাসীই ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বা মাদ্রাসায় পড়েছে তাই বলে কি মাদরাসা সন্ত্রাসবাদের আখড়া, কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ কর– এমন কথা বলা কি কোনক্রমেই যুক্তি সঙ্গত? এটা তো ওই মহাসন্ত্রাসী বুশদের কথারই প্রতিধ্বনী হলো। ভারতে অসংখ্যবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, গুজরাট, আহমাদাবাদ, কাশ্মীরে রক্তের বন্যা বয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাতে জড়িত ছিল বলে হিন্দু জাতিকে সন্ত্রাসী বলা কি সংগত হবে? বসনিয়া, হার্জেগভিনা, কসোভোতে যে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ হয়েছে তার হোতারা সবাই খ্রিষ্টান তাই বলে মুসলমানরা কি বলেছে যে খ্রিষ্টান জাতিই জল্লাদ বা জঙ্গী? এ ধরনের নজিরের অভাব নেই। তাই বলে কোন ধর্মীয় জাতি গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসের সাথে, জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত করা কি যুক্তিযুক্ত? কোনো বিবেকবান মানুষ এতে হ্যাঁ বলবেন না। তবে কোনো ঘটনার সাথে কোনো মুসলমানকে যুক্ত পাওয়া গেলে পাইকারীভাবে সব মুসলমানকে দায়ী করা হবে কেন? আমাদের দেশে ইতিপূর্বে কিছু কিছু সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে (এরূপ ঘটনা বর্তমানে কোন দেশে ঘটছে না?) তাতে যারা ধরা পড়েছে তাদের ক'জনার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে? দু একজন পাওয়া গেলেও তার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্পর্ক কি? সাধুর লেবেল এঁটে কেউ চুরি

দেশ উন্নত হলে তার সুফল স্কুল-কলেজ যেমন পাবে তেমনি মাদ্রাসাও পাবে। সংবাদপত্র শিল্প [illegible] পাবে, তেমনি